ভিসানীতি: বিএনপিকে নির্বাচনে আসতেই হচ্ছে

লেখাটি শুরু করি ২০১৪-২০১৫ সাল থেকে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি দশম জাতীয় নির্বাচন ঠেকানোর নামে বিএনপি-জামায়াত জোট দেশময় তাণ্ডব করেছিল। গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, নির্বাচনের আগে পরের সেই তাণ্ডবে মারা গিয়েছিল ২৩১ জন নিরীহ মানুষ। এদের মধ্যে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল ১৬৫জনকে। ওই সময় আহত হয়েছিল ১ হাজার ১৮০ জন। যাদের অনেকে আজও শরীরে ক্ষতচিহ্ন বয়ে বেড়াচ্ছেন। সেসময় ২ হাজার ৯০৩টি গাড়ি, ১৮টি ট্রেন ও ৮টি লঞ্চে আগুন দিয়েছিল বিএনপি-জামায়াত জোট।

কারণ কী ছিল সেই সহিংসতার? সরকার বলছিল নির্বাচন হবে পৃথিবীর আর ১০টা গণতান্ত্রিক দেশের মত। আর বিএনপি জোটের দাবি ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন। এখনও সরকারে আছে আওয়ামী লীগ এবং নির্বাচন নিয়ে তাদের দর্শন থেকে সরে আসেনি। তত্ত্ববধায়ক সরকারের দাবি থেকে সরে আসেনি বিএনপি-জামায়াত। নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে না ঘোষণা দিয়ে সব নির্বাচন থেকে দূরে রয়েছে তারা।

ঠিক এই মুহূর্তে রাজনীতিবিদ এবং সরকারি কর্মকর্তাসহ বাংলাদেশি কিছু নাগরিকের বিরুদ্ধে মার্কিন ভিসা নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্ত জারি করলেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেনের বরাত দিয়ে তিনি বললেন, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচনে বাধা দেয়ায় বাংলাদেশি কিছু নাগরিকের বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কারও নাম না উল্লেখ করে তিনি বললেন, যাদের উপর নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে তারা বাংলাদেশের বর্তমান ও সাবেক সরকারি কর্মকর্তা, ক্ষমতাসীন ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্য, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, বিচারবিভাগের সদস্য এবং নিরাপত্তা সংস্থার সদস্য।

যাদের উপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেয়া হচ্ছে সেসব ব্যক্তি তা তাদের পরিবারের সদস্যরা হয়তো যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। ভবিষ্যতে আরও কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়া ক্ষুণ্ন করা বা এর সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া গেলে তারাও এই নীতির আওতায় আসবেন। এই পদক্ষেপ বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণভাবে অবাধ ও সুষ্ঠ জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের সমর্থক।

এর আগে চলতি বছরের ২৫শে মে বাংলাদেশের জন্য নতুন ভিসা নীতির ঘোষণা দিয়েছিলো যুক্তরাষ্ট্র। তখন বলা হয়েছিলো যে, এই নীতির আওতায় যে কোন বাংলাদেশি যদি গণতান্ত্রিক নির্বাচনের প্রক্রিয়া ব্যাহত করার জন্য দায়ী হন বা এরকম চেষ্টা করেছেন বলে চিহ্নিত হন। তাহলে যুক্তরাষ্ট্র তাকে ভিসা দেয়ার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারবে।

এই বিধিনিষেধ ঘোষণার পর থেকে নানামুখি প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে নানা মতের মানুষ। এই মুহূর্তে আমেরিকা সফররত খোদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ভিসা নীতি নিয়ে ভয়ের কিছু নেই। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আওয়ামী লীগেরও চাওয়া। তবে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি বাংলাদেশের বাইরে থেকে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করে, সে ক্ষেত্রে এ দেশের জনগণ ওই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতিও নিষেধাজ্ঞা দেবে। তিনি বলেন, ‘মার্কিন ভিসানীতি প্রয়োগের ঘোষণায় বিরোধীদের কথাও বলা হয়েছে। এবার বিএনপি জ্বালাও-পোড়াও করতে পারবে না। এতে জনগণের জীবন বাঁচবে।’

ভিসানীতি নিয়ে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিভিন্ন গণমাধ্যমে বলেছেন, মার্কিন নিষেধাজ্ঞার প্রয়োগ শুরু হয়েছে মাত্র। বর্তমান সরকার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়নি। এই সরকার ২০১৪ ও ২০১৮ সালে জনগণকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে, নিজেরা নিজেদেরকে নির্বাচিত ঘোষণা করেছেন। এবার ২০২৪ সালে যে নির্বাচন হতে যাচ্ছে, তারা একইভাবে নির্বাচন করতে চাচ্ছেন। সরকারের লক্ষ্য বিরোধীদলকে বাদ দিয়ে আবারও একটি নির্বাচন করা। বর্তমান সরকার যদি ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন দেয়, সেই নির্বাচন কখনও সুষ্ঠু হতে পারে না এবং সেটা কখনোই দেশের মানুষ মেনে নেবে না।”

যুক্তরাষ্টের নতুন ভিসা নীতির নিষেধাজ্ঞার তালিকায় কিছু বিরোধী দলের নেতার নাম আছে। এ নিয়ে জানতে চাইলে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, গত ১৮ বছর ধরে বিরোধী দলের তো কোন ভূমিকা নেই, তারা এমন কোন কাজ করেনি, যে কাজের জন্য একটা সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হবে। যেহেতু বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের বাইডেন সরকার গণতন্ত্রকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছেন। তারা বারবার বলছেন বাংলাদেশে অবাধ সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হতে হবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কী হলে গণতন্ত্র সুষ্ঠু হয়? আজকের নিষেধাজ্ঞাদাতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন পদ্ধতি কী? তারা

কী তত্ত্বাবধায়ক সরকার মানেন? এখানে আরেক দফায় মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ঘোষণায় আসতে হচ্ছে। তিনি বলেছিলেন, বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচনে বাধা দিলে ভিসা দেবে না যুক্তরাষ্ট্র। এই ঘোষণাটি তিনি দিয়েছিলেন, গত মে মাসের ৩ তারিখে বাংলাদেশ সরকারকে এই ভিসা নীতি আরোপ করার সিদ্ধান্ত জাননোর পর।

আরেকটু সরল করে যদি জিজ্ঞেস করি কেন ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের নির্বাচন কেন অংশগ্রহণমূলক হলো না? এর দায় কী শুধু সরকারের? নির্বাচন করা তো সাংবিধানিক দায়িত্ব। সরকার সেই দায়িত্ব পালন করেছে। ২০০৮ সালে জনগণ আওয়ামী লীগকে সংবিধান রক্ষার ম্যান্ডেট দিয়েছিল। ভাঙার দায়িত্ব তো দেয়নি। সেই সময় থেকে বিএনপি-জামায়াত গো ধরেছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের। তত্ত্বাবধায়ক সরকারতো কোন স্বীকৃত নির্বাচন ব্যবস্থা নয়। পৃথিবীর কোথাও তো এই পদ্ধতি জনপ্রিয় হয়নি।

নির্বাচনে বাধা দেয়ার প্রশ্ন যদি ওঠে, সেই কাজটি করেছে বিএনপি-জামায়াত। তারা নির্বাচনে আসেনি। দেশময় জ্বালাও পোড়াও করে মানুষের মধ্যে নির্বাচন ভীতি সৃষ্টি করেছে। যে ভীতি আজও কাজ করে মানুষের মধ্যে। সেসব নিয়ে আজকাল কথা বার্তা কম হয়। কিন্তু প্রশ্ন আসা উচিত ছিল, কেন বন্ধকী গণতন্ত্র জিইয়ে রাখতে চেয়েছিল বিএনপি-জামায়াত? কেন তারা সুষ্ঠু গণতেন্ত্রে ফিরতে চায় না? কেন তারা ২০০৪ সালের ২১শে আগস্টে শেখ হাসিনাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করতে চেয়েছিল? চক্রটি চেনার পরেও শেখ হাসিনা কী বার বার তাঁকে হত্যার অস্ত্র হত্যাকারীদের হাতে তুলে দেবে?

যাই হোক, আগামী নির্বাচন এবং নতুন ভিসা নীতির কাছে ফিরে আসি। বিএনপি-জামায়াতের প্রিয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা কোথাও বলেননি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বার বার বলেছেন, একটি অংশগ্রনমূলক নির্বাচনের কথা। বিএনপি নির্বাচনে আসলেই তো নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হয়। সেটা সুষ্ঠু করার দায়তো সরকারের। সেই প্রতিশ্রুতিতো সরকার বার বার দিচ্ছে। নির্বাচনে কী হবে? সুষ্ঠু হবে কী না সেটা নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত তো মন্তব্য করা যাবে না। কারো বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের উপরতো একটি সংবিধান বা রাষ্ট্র ভর করতে পারে না। যত শক্তিধরই হোক যুক্তরাষ্ট্রতো বাংলাদেশকে সংবিধান ভাঙার পরামর্শ দিতে পারে না নৈতিকভাবে।

ভিসানীতি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচন কেমন হচ্ছে তা দেখার দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে। এখন বিএনপির ভয় পাওয়ার কিছু দেখছি না। আসলে

ভিসানীতি দিয়ে নির্বাচনের বল বিএনপির কোটে ঠেলে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এখন নির্বাচেনে আসা তাদের দায়িত্ব। এর পরেও যদি তারা না আসে তাহলে ব্লিংকেনের ‘গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়া দুর্বল’ করার অপরাধে পড়বে বিএনপি। ফখরুল সাহেবরা নিশ্চয়ই আর সেই অপরাধ করবেন না।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

মেহেরপুরে বিএনপি’র সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল

বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ও উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে প্রেরণের দাবিতে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুরে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে জেলা বিএনপি।

আজ রবিবার ২৪ সেপ্টেম্বর বিকালে শহরের কলেজ মোড়ে একটি সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। সমাবেশের পর বিক্ষোভ মিছিলটি এক কথায় জনসমুদ্রের পরিণত হয়।

সমাবেশে মাসুদ অরুণ বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়াকে মিথ্যা মামলায় কারাগারে আটক রাখা হয়েছে। তার উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাওয়া প্রয়োজন। অনতিবিলম্বে খালেদা জিয়ার মুক্তি ও উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশের প্রেরণের অনুমতি দিতে হবে। নির্দলীয় তত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া দেশে কোন নির্বাচন হতে দেয়া হবে না। সমাবেশে যে লোক সমাগম হয়েছে, তারা এসেছে ভালোবাসা থেকে। মাসুদ অরুন কখনো টাকা দিয়ে মানুষ আনে না।’

বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন সাবেক এমপি ও জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুণ। বিক্ষোভ মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বিএনপির দলীয় কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। জেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, সাংগাঠনিক সম্পাদক অ্যাড. মারুফ আহম্মেদ বিজন, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসসহ দলীয় নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেয়।

[redacted]

[redacted]

বেধে দেয়া হতে পারে। যদিও তৃণমূলের নেতারা বলছেন, এর আগে বহুবার আল্টিমেটাম দেওয়া হয়েছিল সরকারকে। সেসব কোন কাজেই আসেনি। ফলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং তৃণমূলের কর্মীদের কাছে নানাভাবে হেয় হতে হয়েছে নেতৃত্বদের। বিএনপির তৃণমূ্লের নেতারা বলছেন, আল্টিমেটাম দিয়ে এখন আর কোন কাজ হবে না। সে সময় পেরিয়ে গেছে। বিএনপিকে এমন কিছু করতে হতো গত একবছরে যাতে করে সরকার তাদেরকে ছাড়া নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত না নিতে পারে।

এখন আর এই কর্মসূচি কোন কাজেই আসবে না উল্লেখ করে খুলনা বিভাগের এক বিএনপি নেতা বলেন, এটা আরও একবছর আগের কর্মসূচি। তখন থেকে কর্মসূচিগুলো পালন করলে এখন এসে সেটা এমন একটা জায়গায় যেতো যে সরকার প্রতিদিন টেবিলে বসতে বাধ্য হতো সমঝোতার জন্য। ফলে এই কর্মসূচি নিয়ে আমরা খুব আশাবাদী নই।

এবিষয়ে জানতে চাইলে স্থায়ী কমিটির এক সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ‘আমরা এখন চাই আমাদের একদফা মেনে নিতে হবে। অক্টোবরে চূড়ান্ত আন্দোলন। তার আগে তৃণমূলকে এই চূড়ান্ত আন্দোলনের সাথী করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সময় চলে যায়নি, সময় শুরু। তবে আগামী মাসের মধ্যে বুঝা যাবে খেলা কোনদিকে এগুচ্ছে’।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও কলাম লেখক সুভাষ সিংহ রায় বলেন, ‘বিএনপি কোনো রাজনৈতিক দল না, এটাকে আমি বলি বিরোধী মহল। এজন্য তারা দেশবিরোধী কাজ করবেই। যারা ক্ষমতা থেকে ১৭ বছর ধরে বাইরে আছে তারা যেকোনভাবে পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করতে চেষ্টা করবে। ওদের কাছ থেকে এধরনের কর্মসূচি আসায় আমি বিস্মিত না। তবে আমি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, তারা যদি রাজনৈতিক সক্ষমতা দেখাতেই চায় তাহলে একইদিনে সব বিভাগে কর্মসূচি করে সক্ষমতা দেখাক। অন্য বিভাগ থেকে জেলা থেকে লোক জড়ো করে কর্মীদের উজ্জীবিত করার এটা অপচেষ্টা। আওয়ামীলীগ যখন বিরোধী অবস্থানে ছিলো তখন ২০০৪ সালে একইদিনে কর্মসূচি করে দেখিয়েছে। বিএনপির সেই শক্তি নেই। নির্বাচনের আগে সরকার যখন তার কাজগুলো গুছিয়ে নিয়ে এসে একের পর এক মেগা প্রজেক্ট উন্মোচন করছে তখন দেশকে অস্থিতিশীল করা বিএনপির অপরাজনীতি ছাড়া কিছু না ‘

মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের নতুন কমিটি; সেনজির সভাপতি, বিপ্লব সম্পাদক

আকিব জাভেদ সেনজিরকে সভাপতি ও সাজেদুর রহমান বিপ্লবকে সাধারণ সম্পাদক করে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের ১৫ সদস্যের আংশিক কমিটি অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটি।

গতকাল বৃহস্পতিবার (০৭ সেপ্টেম্বর) কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রাশেদ ইকবাল খান ও সাধারণ সম্পাদক সাইফ মাহমুদ জুয়েল এ কমিটি অনুমোদন দেন। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- সিনিয়র সহসভাপতি আলমগীর হোসেন, সহসভাপতি তৌফিক এলাহি শাকিল, নাহিদ মাহবুব সানি, নাজমুল হক শান্ত, জুয়েল রানা, রেজওয়ানুল হক ইমন, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম রাজন, যুগ্ম সম্পাদক আমির হাসান হিমেল ও সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ আলী সাঈদ, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক রিপন হোসেন, রাসেল আহমেদ, দপ্তর সম্পাদক লিজন আলী, প্রচার সম্পাদক রাব্বী হোসেন।

আগামী এক মাসের মধ্যে পুর্ণাঙ্গ কমিটি তৈরি করে কেন্দ্রে পাঠানোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

গাংনীতে বিএনপির স্বরণসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

গাংনীতে মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি তোফায়েল আহমেদ ও যুবদলের সাবেক সভাপতি আখতারুজ্জামানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার সন্ধ্যায় গাংনী হাসপাতাল বাজারে বিএনপির একাংশের কার্যালয়ে পৌর বিএনপির আয়োজনে এ স্বরণসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

এসময় মেহেরপুর জেলা ছাত্রদল সভাপতি নাজমুল হোসেন, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি শান্ত আহমেদ বিশ্বাস,গাংনী উপজেলা ছাত্রদল নেতা জী কে শামীম,গাংনী সরকারী ডিগ্রী কলেজ ছাত্রদলের আহবায়ক জুনায়েদ আলি,মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ সম্পাদক রাশেদুজ্জামান রনি,গাংনী পৌর জাসাসের সদস্য সচিব সুরেলি আলভি,গাংনী উপজেলা কৃষকদলের যুগ্ন আহবায়ক আব্দুল্লাহ আল হাসান শাওন,গাংনী পৌর যুবদলের যুগ্ন আহবায়ক মনিরুজ্জামান মনি, পৌর যুবদল নেতা মিজানুর রহমান (তোতা), ৫ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাধারন সম্পাদক আসাদ, পৌর ছাত্রদল নেতা রাকিবুল ইসলাম রাকিব,গাংনী পৌর কৃষকদল নেতা আমিনুল ইসলাম,কৃষকদল নেতা রনি আহমেদ,সাবেক ছাত্রনেতা সাহিবুর রহমান,কাজিপুর ইউনিয়ন যুবদলের সদস্য সচিব হাবিবুর রহমান বকুল,বিএনপি নেতা আঃগনি, পৌর বিএনপি নেতা এনামুল হক সহ গাংনী উপজেলা বিএনপি ও সহযোগি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গায় বিএনপির ৪৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।আজ শনিবার সকাল ১০ টায় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেস ক্লাবের মাঠ প্রাঙ্গনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক

আলী, কালিদাসপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লালন, আইলহাঁস ইউনিয়ন বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি ইউনুস, গড়াইটুপি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মোহাম্মদ আলী, নেহালপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ফরজ আলী, প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত দলের সকল নেতাকর্মীবৃন্দ।

কোটচাঁদপুরে বিএনপির ৪৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিএনপি’র (৪৫) তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সকালে উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র আয়োজনে উপজেলা ও পৌর কার্যালয়ের সামনে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বিকালে স্থানীয় মেইন বাসষ্টান্ড উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি মিছিল বের হয়ে খান আবাসিকের সামনে পৌছালে মিছিল টি তে পুলিশ বাধা দেয়। বাধা উপেক্ষা করে পৌর পাঠাগারের সামনে গিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, বিএনপি’র কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সহ-সম্পাদক আমিরুজ্জামান খাঁন শিমুল।

সভাপতিত্ব করেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাডঃ আব্দুল মজিদ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আবুবকর বিশ্বাস, পৌর বিএনপি’র সভাপতি ও সাবেক পৌর মেয়র সালাহউদ্দীন বুলবুল সিডল, জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফারুক হোসেন খোকন, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী

পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ হারুন অর রশীদ, উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি

প্রভাষক মোঃ সাইফুর রহমান পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা টিপু, সাবেক উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ও এলাঙ্গী ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি ইকরামুল হক,উপজেলা বিএনপি দপ্তর সম্পাদক মোঃ শহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আশরাফুজ্জামান খাঁন মুকুল, সদস্য সচিব মাহফুজ আলম মামুন, উপজেলা সেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক কামরুজ্জামান সিদ্দিক, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক ফয়েজ আহমেদ তুফান, সদস্য সচিব সেলিম রেজা মধু, যুগ্ম আহ্বায়ক আবু তালেব রিপন, উপজেলা ছাত্রদের আহ্বায়ক নাছির উদ্দীন লিয়ন,সদস্য সচিব হুমায়ূন কবির হিরা, পৌর ছাত্র দলের আহ্বায়ক নিশু, সদস্য সচিব ফজলে রাব্বি প্রমূখ।

এসময় উপজেলা ও পৌর বিএনপি সহ সকল অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে বিএনপি’র ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

নানা আয়োজনে বিএনপি’র ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি’র আয়োজনে শহরের এইচএসএস সড়কের দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি র্যালী বের করা হয়।

র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সামনে আলোচনা মঞ্চে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা বিএনপি’র সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ এর সভাপতিত্বে জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, উপজেলা বিএনপির সভাপতি কামাল আজাদ পান্নুসহ বিএনপি ও এর অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, অবৈধ সরকার আজ দেশের গণতন্ত্রকে হত্যা করে মানুষের স্বাধীনতা হরণ করে পুলিশ দিয়ে জোর করে ক্ষমতায় বসে আসে। দেশের মানুষের ভোটাধিকার ও গনতন্ত্র ফিরিয়ে

আনতে আগামী দিনের আন্দোলন সংগ্রামে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজপথে থাকার আহবান জানান তারা।

গাংনীতে জাভেদ মিল্টনের উদ্যোগে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাবেদ মাসুদ মিলনের উদ্যোগে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে।

দিবসটি উৎসাহ উদ্দিপনার মধ্যমে পালন উপলক্ষে গাংনীতে উপজেলা বিএনপির আয়োজনে আলোচনা সভা ও আনন্দ শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শোভাযাত্রার নেতৃত্বদেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাবেদ মাসুদ মিল্টন। শুক্রবার বিকেলে একটি আনন্দ শোভাযাত্রা গাংনী বাজার স্ট্যান্ড চত্বর থেকে বের হয়ে গাংনী পৌর শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন,পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা,জেলা বিএনপির যুগ্ন সাধারন সম্পাদক আব্দুল আউয়াল সহ ছাত্রদল ও যুবদল,স্বেচ্ছাসেবক দল নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুর বিএনপি’র ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা

ঝিনাইদাহের কোটচাঁদপুর উপজেলায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কোটচাঁদপুর ৫নং এলাঙ্গী ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে বুধবার বিকালে উপজেলা বিএনপির মেন বাস স্ট্যান্ডে দলীও কার্যালয়ে এ প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এলাঙ্গী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মোঃ ইকরামুল হক এর সভাপতিত্বে,প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি প্রভাষক মোঃ সাইফুর রহমান মিন্টু,উপজেলা বিএনপির তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক মোঃ মঈন উদ্দিন খান, এলাঙ্গী ইউনিয়ন বিএনপি সাধারণ সম্পাদক মোঃ মনিরুজ্জামান খোকা, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ গোলাম মোস্তফা মন্টু,এলাঙ্গী ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় নেতৃবৃন্দরা বলেন আগামী পহেলা সেপ্টেম্বরে দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সকল স্তরে নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি কামনা করেন